১ জুন ২০১৬

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ মে ২০১৬

সংবাদ মাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ
রাজনৈতিক সহিংসতা এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সরকারি দলের ব্যাপক অনিয়ম
ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড
বাঁশখালীর গণ্ডামারা এলাকাবাসীর ওপর হামলা ও হয়রানি অব্যাহত
আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আইনবহির্ভূত আচরণ
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত
সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘন
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন
নারীর প্রতি সহিংসতা
দুর্নীতি দমন কমিশন এবং এর গ্রহণযোগ্যতা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত

রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৬ সালের মে মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

সংবাদ মাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

১. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সরকার কঠোরভাবে দমন করছে। সংবাদ মাধ্যমের ওপর সরকারি হস্তক্ষেপের জন্য আইন প্রণয়ন, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা, হামলা ও দীর্ঘদিন কারাগারে আটক রাখার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। অপরদিকে জেল-জরিমানার বিধান রেখে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন ২০১৬ নামে নিবর্তনমূলক আরেকটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)'র ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিধান রেখে বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল ২০১৬ চূড়ান্ত করেছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, যা মতপ্রকাশের ও সংগঠনের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করবে। পত্রিকা বন্ধের বিধান অন্তর্ভুক্ত করে প্রেস কাউন্সিল আইন (সংশোধন) এর খসড়াও চূড়ান্ত করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভাবে সরকারি নজরদারী বলবৎ রয়েছে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সমালোচনাকারীসহ সরকারের বিরুদ্ধে যায় এমন যে কোন তথ্য প্রকাশের ফলশ্রুতিতে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) প্রয়োগ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন ২০১৬ এর খসড়া

২. আইন কমিশন 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন ২০১৬' নামে নিবর্তনমূলক আরেকটি আইনের প্রস্তুতকৃত খসড়ার ওপর মতামত দিয়ে সেটি সরকারের কাছে উপস্থাপন করেছে। এই খসড়া আইনে বলা আছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রচারিত বা প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের দলিল এবং ওই সময়ের যেকোনো ধরণের প্রকাশনার অপব্যাখ্যা বা অবমূল্যায়ন অপরাধ বলে গণ্য হবে। খসড়ায় মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপ্তি ধরা হয়েছে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর।[১] প্রস্তাবিত আইনের দ্বিতীয় উপদফা বলছে, ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যবর্তী সময়ের 'ঘটনাসমূহ' অস্বীকার করা হবে অপরাধ। কিন্তু সেই ঘটনাসমূহ কী, তার কোনো ব্যাখ্যা বা আলোচনা সেই আইনে নেই। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ যেখানে শুরু হয়েছিলো ২৫ শে মার্চ মধ্যরাত থেকে সেখানে ১ লা মার্চ থেকে কেন বলা হচ্ছে তারও কোন ব্যাখ্যা নেই। এর মানে হলো, পুলিশ এবং অভিযোগকারীরা কোনটি 'ঘটনা' আর কোনটি 'বিকৃতি', তা অনুমান করে নেবে। প্রস্তাবিত এই আইনের খসড়ার ৬(১) ধারায় বলা আছে, 'কাহাকেও প্ররোচনা দিলে বা কোনরুপ

[১] প্রথম আলো, ১০ মে ২০১৬

সাহায্য করিলে বা কাহারও সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে, অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোনো উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে, ওই ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য ধার্যকৃত দণ্ডের সমপরিমাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে'। এই আইনে যে কেউ থানায় মামলা করতে পারবেন।[২] আইনে পাঁচ বছরের জেল ছাড়াও কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান থাকছে। এই আইনে করা মামলায় সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্ত ও বিচারের নির্দেশনা রয়েছে।[৩]

৩. 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন ২০১৬ মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার ক্ষেত্রে অন্তরায় ও মুক্তচিন্তার পথে বাধা হয়ে উঠবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। ১৯৭১ এর নয় মাসের প্রতিটি ঘটনার সমর্থনে দালালিক প্রমাণ নেই; যা অনেক সময় ভুক্তভোগী বা সরাসরি ঘটনায় অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে কয়েকটি রাজনৈতিক ধারার সরাসরি অংশগ্রহণ ছিল; যার মধ্যে শুধুমাত্র একটিকে বেছে নেয়া হবে সরকার মনোনীত একটিমাত্র ধারাকে স্বীকৃতি দেয়া এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্য ধারাগুলোর অবদানকে অস্বীকার করা। এই সব বিষয় নিয়ে মতপ্রকাশ বা গবেষণা করতে গেলে এই আইন তার অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে এবং রাজনৈতিকভাবে তা অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি করবে। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সর্ম্পকিত কোনো নতুন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে কোনো লেখা, মত প্রকাশ বা মন্তব্য করা অথবা নতুনভাবে কোনো বিষয়কে ব্যাখ্যা করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে। এই আইনে যে কেউ মামলা করার বিধান থাকায় মামলার সংখ্যা ভবিষ্যতে কীরকম হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এই আইন পাশ হলে তা হবে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ সংবিধানে চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা আছে।

বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)'র ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিধান রেখে বিল চূড়ান্ত

৪. গত ১৮ মে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)'র ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিধান রেখে বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল ২০১৬ চূড়ান্ত করেছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। এই বিলে কোন এনজিও বা এনজিওর কর্মকর্তা সংবিধান বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিরূপ বা অশোভন কোন মন্তব্য করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। সংসদ, বিচার বিভাগ, আইন কমিশন, নির্বাচন কমিশন ও এ্যাটর্নি জেনারেল সম্পর্কে বিরূপ বা অশোভন মন্তব্য করা হয়েছে এই মর্মে সরকারের কাছে প্রতীয়মান হলে এই প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী এনজিও'র নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিত করা যাবে।[৪] উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ২ জুন 'বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৪'-এর খসড়া আইনকে অনুমোদন দেয় মন্ত্রীসভা। যা আবারো যাচাই-বাছাই করে বিল আকারে এটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

৫. *অধিকার* মনে করে, এই বিলটি আইন হিসেবে পাশ হলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আরো সঙ্কুচিত হবে এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোকে আরো ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হবে। এই বিলটি আইন হিসেবে কার্যকরী হলে মানবাধিকার সংস্থা ও নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন সংস্থাগুলোর কণ্ঠরোধ করা হবে এবং তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার পরিবেশ তৈরি হবে বলে *অধিকার* আশঙ্কা করছে।

[২] প্রথম আলো, ১৭ মে ২০১৬
[৩] প্রথম আলো, ১০ মে ২০১৬
[৪] ডেইলি স্টার এবং মানবজমিন, ১৯ মে ২০১৬

পত্রিকা বন্ধের বিধান অন্তর্ভুক্ত করে প্রেস কাউন্সিল আইন (সংশোধন) ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত

৬. প্রেস কাউন্সিলের রায় বা আদেশ অমান্য করলে কোনো সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থার প্রকাশনা সর্বোচ্চ তিন দিন বন্ধ অথবা পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানার বিধান রেখে প্রেস কাউন্সিল আইন (সংশোধন) ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করেছে প্রেস কাউন্সিল। সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার নতুন নতুন সব আইন তৈরী করছে বলে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন।[৫] এর আগে জেল-জরিমানার বিধান রেখে নিবর্তনমূলক 'জাতীয় সম্প্রচার আইন' ২০১৬ এর খসড়া প্রকাশ করেছে তথ্য মন্ত্রণালয়। এই 'জাতীয় সম্প্রচার আইন' এর বিধিবিধান বা প্রবিধান লঙ্ঘন করলে সর্বোচ্চ তিন মাসের কারাদণ্ড এবং কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড দেয়া যাবে।

র‍্যাবের নজরদারীতে সোশ্যাল মিডিয়া

৭. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে নজরদারী করার জন্য র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর জন্য ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের 'স্ন্যাপট্রেন্ডস' নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে একটি সফটওয়্যার আনা হয়েছে। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, গুগল প্লাস, ইউটিউব ও ওয়ার্ডপ্রেসসহ সব ধরনের ব্লগের তথ্য র‍্যাব সংগ্রহ করতে পারবে এবং যে সব পোস্ট সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের পক্ষে 'ক্ষতিকর' মনে করা হবে সেসব পোস্টের সূত্র ধরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে সরকার।[৬]

৮. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ এবং ২০১৩) এখনো বলবৎ আছে। ফেসবুকে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবার এর বিরুদ্ধে লেখার জন্য নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ এবং ২০১৩) ব্যবহার করে ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ৭ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের ওপর হামলা

৯. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ৬ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন।

১০. *অধিকার* দেশের নাগরিকদের মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে কোন নাগরিকের মতামত সরকারের বিপক্ষে গেলেই তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে গ্রেফতার বা হয়রানি করা হচ্ছে। *অধিকার* জেলে আটক প্রবীণ সাংবাদিক শফিক রেহমান, দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এবং বিএফইউজের সভাপতি শওকত মাহমুদ এর অবিলম্বে মুক্তি দাবি করছে। *অধিকার* অবিলম্বে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে এবং প্রস্তাবিত নিবর্তনমূলক 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন' 'জাতীয় সম্প্রচার আইন', প্রেস কাউন্সিল আইন এবং বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল ২০১৬ এর ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়াকে নজরদারীর মধ্যে আনার ব্যাপারে সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে আরো সঙ্কুচিত করবে বলে *অধিকার* আশংকা প্রকাশ করছে।

[৫] যুগান্তর, ৩ মে ২০১৬
[৬] মানবজমিন, ৯ মে ২০১৬

রাজনৈতিক সহিংসতা এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সরকারিদলের ব্যাপক অনিয়ম অব্যাহত

রাজনৈতিক সহিংসতা

১১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৫১ জন নিহত ও ১৫৬৯ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতায় ৪৫ জন নিহত ও ১৪৮৫ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ৩৪টি এবং বিএনপি'র ৫টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৬ জন ও বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৩ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। একই সময়ে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আওয়ামী লীগের ৪৮৪ জন এবং বিএনপি'র ৪৮ জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

১২. রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত আছেই। দলীয় প্রতীকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতা আরো তীব্র আকার ধারন করেছে এবং তা দেশের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। জনগণের কাছে দায়বদ্ধ না থেকে প্রতারণামূলক ও বিতর্কিত নির্বাচন করে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার চেষ্টার কারণে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা একরকম বেপোরোয়া হয়ে উঠেছে এবং সারাদেশে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে তা ফুটে উঠেছে। তারা বিরোধীদলের নেতাকর্মী, সরকারি কর্মকর্তা ও সাধারণ জনগণের ওপর হামলা করছে এবং নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিলকে কেন্দ্র করে অসংখ্য অন্তর্দলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়ছে। এই কোন্দলের কারণে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে। এইসব বেশিরভাগ ঘটনায় সরকারিদলের নেতাকর্মীদের বিচারের আওতায় আনা যায়নি।

১৩. গত ৬ মে নৌ-পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান স্থল বন্দর পরিদর্শন ও একটি সমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলায় যাচ্ছিলেন। এই সময় মন্ত্রীকে অর্ভ্যথনা জানাতে পরশুরাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এইচএম রাকিব হায়দার ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা ফেনী-পরশুরাম সড়কের ধনিকুণ্ডা এলাকায় অপেক্ষা করছিলেন। মন্ত্রী ঘটনাস্থলে আসার কিছুক্ষণ আগে ওই জায়গাতেই স্থানীয় একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খায়রুল বাসার মজুমদার তপন ও তাঁর সমর্থকরাও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এইচএম রাকিব হায়দার ওই স্কুলের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খায়রুল বাসার মজুমদার তপনকে 'সম্মান' না করার কারণে তপন ও তাঁর সমর্থকরা রাকিব হায়দারের ওপর হামলা করে তাঁকে শারীরিকভাবে জখম করে। রাকিব হায়দারকে তখন পরশুরাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।[৭] ইউএনও'র ওপর হামলার ঘটনায় ওই দিন বিকেলেই তাঁর গাড়ি চালক আবুল কাশেম বাদি হয়ে ৭ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত আরো ১০-১২ জনকে আসামী করে পরশুরাম থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ ওই মামলায় এজাহার নামীয় আসামী পরশুরাম পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও উপজেলা শ্রমিক লীগের আহাবায়ক আবদুল মান্নান, স্থানীয় যুবলীগ নেতা মহিউদ্দিন পারভেজ, ফারুক আহমদ, মো. মহিউদ্দিন, আবু তৈয়ব মাসুদকে গ্রেপ্তার করেছে। গত ১১ মে ফেনীর দ্রুত বিচার আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরীর আদালতে মামলার অন্যতম অভিযুক্ত জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি খাইরুল বাশার মজুমদার তপন, চিথলিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ

[৭] মানবজমিন, ৭ মে ২০১৬

সম্পাদক ও ইউপি চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে বিচারক অভিযুক্তদের জামিন নামঞ্জুর করে তাদের জেল হাজতে পাঠান।[৮]

প্রথম থেকে পঞ্চম ধাপ পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনী সহিংসতায় ১১৫ জন নিহত

১৪. ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর পরই নির্বাচনী সহিংসতা ব্যাপক আকার ধারণ করে; যা মনোয়নপত্র জমা দেয়া থেকে শুরু করে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। অধিকারের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রথম থেকে পঞ্চম ধাপের নির্বাচনী সহিংসতায় মোট ১১৫ জন নিহত ও অন্ততপক্ষে ৪৯৫৩ জন আহত হয়েছেন।

১৫. ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির প্রতারণামূলক ও বিতর্কিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন ও সর্বশেষ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনগুলো ছিল বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে কলংকিত নির্বাচন। গত ১১ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশন ছয়টি ধাপে মোট ৪২৭৫টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণা করে। প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এই নির্বাচনে হত্যা, সহিংসতা, কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেয়া, জাল ভোট দেয়া, নির্বাচনী কর্মকর্তাদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর মাধ্যমে সরকার মনোনীত দলীয় প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের ঘটনা অন্ততপক্ষে তিনগুন বেড়েছে এবং এর জন্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও দলটির বিদ্রোহী প্রার্থীদের দায়ী করেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ।[৯] গত ৭ মে চতুর্থ ধাপে ৭০৩টি[১০] ইউনিয়ন পরিষদের, ২৫ মে নয়টি[১১] পৌরসভায় এবং ২৮ মে পঞ্চম ধাপে ৭৩৩ টি[১২] ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপের নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় চতুর্থ ও পঞ্চম ধাপের নির্বাচনে এবং ২৫ মে অনুষ্ঠিত নয়টি পৌরসভার নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকদের কেন্দ্র দখল, প্রকাশ্যে জাল ভোট দেয়া ও হামলার মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল নিজেদের পক্ষে ঘুরিয়ে নেয়ার ঘটনা ঘটেছে। অসংখ্য ঘটনার মধ্যে নিচে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

চতুর্থ ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন

১৬. রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলার আউচপাড়া ইউনিয়নের হাটগাঙ্গোপাড়া বাজারে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সরদার জান মোহাম্মদ ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী শহীদুজ্জামান শহীদের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের সময় পুলিশের গুলিতে সিদ্দিকুর রহমান নামে এক ব্যক্তি নিহত হন।[১৩] নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার পাড়াতলী ইউনিয়নের মধ্যনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে দুপুর আনুমানিক আড়াইটায় জাল ভোট দেয়াকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রফিকুল ইসলাম ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী জাকির হোসেনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে হোসেন আলী নামে এক ব্যক্তি নিহত ও ৩০ ব্যক্তি আহত হন।[১৪] মুন্সীগঞ্জ জেলা সদরের রামপাল ইউনিয়নের কাজী কসবা কাজীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মিল্কীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে নৌকা প্রতীকের সমর্থক ও পুলিশের মধ্যে সহিসংতায় পুলিশের এসআই রবিউলসহ ১০ জন আহত হন। পুলিশ

[৮] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফেনীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৯] যুগান্তর ও নয়াদিগন্ত, ২৩ এপ্রিল ২০১৬
[১০] যুগান্তর, ৮ মে ২০১৬
[১১] মানবজমিন ২৬ মে ২০১৬
[১২] নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট http://www.ec.org.bd/MenuExternalFilesEng/220416circular.pdf
[১৩] যুগান্তর, ৮ মে ২০১৬
[১৪] যুগান্তর, ৮ মে ২০১৬

জানিয়েছে নৌকা প্রতীকের সমর্থকরা ওই দু'টি ভোট কেন্দ্রে প্রভাব বিস্তার করতে গেলে পুলিশের সঙ্গে সহিসংতায় জড়িয়ে পড়ে। একই ইউনিয়নের পানাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ঘুড়ি প্রতীকের মেম্বার পদ প্রার্থী আসাদুজ্জামানকে কুপিয়ে জখম করে নৌকা প্রতীকের সমর্থকরা।[১৫] ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার পাড়িয়া ইউনিয়নের কালডাঙ্গা দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে দুপুর আনুমানিক দু'টায় ভোট চলাকালে তালা প্রতীকের মেম্বার পদ প্রার্থী গিয়াসউদ্দিনের সমর্থকদের সঙ্গে অপর মেম্বার পদ প্রার্থী টিউবওয়েল প্রতীকের আলমের সমর্থকদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা প্রথমে রাবার বুলেট ব্যবহার করে এবং পরে গুলি চালায়। এই সময় গুলিতে ঘটনাস্থলে মাছখুরিয়া গ্রামের এইচ এস সি পরীক্ষার্থী মাহবুব হোসেন নিহত হন এবং আরো চারজন গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন।[১৬] পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার মানিকহাট ইউনিয়নের মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোট কেন্দ্র দখলকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আমিনুল ইসলাম আমিন ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী ওমর আলীর সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষই লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে। এই সময় হেদায়েত হোসেন নামে একজন গুলিবিদ্ধ হওয়াসহ কমপক্ষে ১০ জন আহত হন।[১৭] ফেনী সদর উপজেলার ধলিয়া ইউনিয়নের অলি নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে দুর্বৃত্তরা হামলা চালালে পুলিশ বাধা দেয়। এই সময় দুর্বৃত্তদের ছোঁড়া শর্টগানের ছররা গুলিতে মোহাম্মদ ইয়াছিন নামে পুলিশের এক উপ-পরিদর্শক গুলিবিদ্ধ হন। এছাড়া ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার মহামায়া ইউনিয়নের উত্তর সতর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই ইউপি সদস্য প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে কাজী রাসেল, রফিকুল ইসলাম, বাবলু, মুসা মিয়া, আরাফাত, কবির মাস্টারসহ ৬ জন গুলিবিদ্ধ হন। ভোট শুরুর আগে শুভপুর ইউনিয়নের জগন্নাথ সোনাপুর কেন্দ্রে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই ইউপি মেম্বার পদ প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে ইউপি মেম্বার পদ প্রার্থী শাহজাহান, তাঁর স্ত্রী হোসনে আরা বেগম, শাহাদাত হোসেন, জয়নাল আবদীন, আমান উল্লাহসহ ৪ জন গুলিবিদ্ধ হন। ছাগলনাইয়ার ঘোপাল ইউনিয়নের নিজকুঞ্জরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী আজিজুল হককে সরকার দলীয় সমর্থকরা পিটিয়ে আহত করে।[১৮] ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার হরিশংকরপুর ইউনিয়নের পানামি সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়, হরিশংকরপুর, সিতারামপুর কেন্দ্রে নৌকা প্রতীক ছাড়া অন্য কোনো প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট ছিল না। হরিনাকুন্ডু উপজেলার শিতলী মান্দারতলা, ভাতুড়িয়া, কাপাশহাটিয়া, ঘোড়দা কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের নানাভাবে ভয় দেখানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। ভোটারদের পথে পথে বাধা দেয়ার ঘটনাও ঘটে। রঘুনাথপুর ইউনিয়নের ভবিতপুর কেন্দ্রে জাল ভোট দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। এই কেন্দ্রে এক মহিলা ভোটার তাঁর ভোট দিতে এসে তা দিতে না পেরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নিত্যানন্দপুর, পোড়াহাটি ও আড়ুয়াকান্দি কেন্দ্রে ব্যাপক হারে জাল ভোট দিতে দেখা গেছে।[১৯] চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার চিকনদন্ডী ইউপির নন্দিরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে সকাল আনুমানিক ১০.৩০ টায় এলাকার ২০/৩০ জন যুবক প্রকাশ্যে গুলি ছুঁড়ে ভোটারদের ছত্রভঙ্গ করে ভোটকেন্দ্র দখল করে নিয়ে পুলিশের সহায়তায় জালভোট দিতে থাকে। একই উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের চারিয়া ভোটকেন্দ্রে প্রভাব বিস্তারের সময় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ ম্যাজিস্ট্রেট চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নূরুল আমিন রনি ও হাটহাজারী উপজেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আরেফুর রহমানকে পিস্তলসহ

[১৫] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সিগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১৬] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠাকুরগাওয়ের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাবনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১৮] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফেনীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১৯] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

আটক করেন। একই উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়ন পরিষদের ফতেপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে সকাল আনুমানিক ১১.০০ টায় কোন ভোটার ছিল না। আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগ এই কেন্দ্র দখল করে জাল ভোট দেয়। সকাল আনুমানিক ১০.০০ টা থেকে ১১.০০ টা পর্যন্ত ফতেপুর লতিফ পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে সংঘর্ষের কারণে ভোটগ্রহণ বন্ধ ছিল। এই কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার সুভাষ চন্দ্র জানান, দুবৃর্ত্তরা হামলা চালিয়ে ব্যালট পেপার ও সিল ছিনতাইয়ের কারণে ভোটগ্রহণ বন্ধ ছিল।[২০]

৯টি পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত

১৭. গত ২৫ মে নরসিংদী জেলার ঘোড়াশাল ও রায়পুরা, লক্ষীপুর জেলার সদর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার কসবা, নোয়াখালী জেলার সদর ও সেনবাগ, ফেনী জেলার ছাগালনাইয়া, কক্সবাজার জেলার টেকনাফ এবং খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়সহ মোট ৯টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ভোট কেন্দ্র দখল, জাল ভোট দেয়া ও ব্যালট পেপার ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। লক্ষীপুর পৌরসভার অধিকাংশ কেন্দ্রে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী রেজাউল করিম লিটনের কোনো এজেন্ট পাওয়া যায়নি। আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আবু তাহেরের সমর্থকরা তাঁদের বের করে দিয়ে জাল ভোট দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভায় সকালে ভোট গ্রহণের শুরুতেই বহিরাগতরা অধিকাংশ কেন্দ্রে ঢুকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে নৌকা প্রতীকে সিল মারে। আতংক ছড়াতে ভোর থেকেই ভোট কেন্দ্রের আশে পাশে হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ১০টি কেন্দ্রে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ আলমগীরের কোনো এজেন্টকে ঢুকতে দেয়নি সরকার সমর্থকরা। ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার কসবা পৌরসভায় কসবা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নৌকা প্রতীকে প্রকাশ্যে সিল মারার অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া কসবা বালক উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে কযেকজন ভোটার অভিযোগ করেন, পোলিং অফিসার শুধু কাউন্সিলারের ব্যালট পেপার দিয়েছেন। মেয়র পদের ব্যালট পেপারে আগে থেকেই ক্ষমতাসীনদলের মনোনীত প্রার্থীর প্রতীকে সিল মারা ছিল।[২১] কসবা সরকারি বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে পুলিশ সদস্যদের সামনেই আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকরা প্রকাশ্যে নৌকা প্রতীকে সিল মারে। এই কেন্দ্রে সাংবাদিকরা প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়।[২২]

পঞ্চম ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন

১৮. ব্যাপক সহিংসতা, কেন্দ্র দখল, ভোট ডাকাতি ও বর্জনের মধ্যে দিয়ে গত ২৮ মে ৫ম ধাপে ৭৩৩ টি[২৩] ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনকালীন সহিংসতায় ২ জন প্রার্থীসহ অন্তত ১০ জন[২৪] নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৬'শ[২৫]। এছাড়া ভোটগ্রহণকালীন সময়ে ৪৫ জন প্রার্থী নির্বাচন বর্জন করেছেন। নির্বাচন বর্জনকারীদের মধ্যে ৩৮ জন বিএনপি, ২ জন আওয়ামী লীগ, ৪ জন স্বতন্ত্র ও ১ জন জাসদ সমর্থিত প্রার্থী রয়েছেন।[২৬] ব্যাপক অনিয়ম, ভোটকারচুপি ও সহিংসতার খবর পাওয়া গেছে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ ও সেনবাগ উপজেলায়। এইসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন বেগমগঞ্জ উপজেলার ১৬টি ইউনিয়নের মধ্যে ১৫টি ইউনিয়নের ৫৬টি কেন্দ্রে এবং সেনবাগ উপজেলার ৯টি

[২০] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[২১] যুগান্তর, ২৬ মে ২০১৬
[২২] মানবজমিন, ২৬ মে ২০১৬
[২৩] নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট http://www.ec.org.bd/MenuExternalFilesEng/220416circular.pdf
[২৪] মানবজমিন, ২৯ মে ২০১৬
[২৫] যুগান্তর, ২৯ মে ২০১৬
[২৬] যুগান্তর, ২৯ মে ২০১৬

ইউনিয়নের ২৬টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত করে। এছাড়া সহিংসতায় নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার রাজগঞ্জ ইউনিয়নের দারুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে সংঘর্ষ চলাকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তাড়া খেয়ে সৈয়দ আহাম্মদ (৫৫) মাথা ও পেটে আঘাত পান এবং হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি মারা যান। একই উপজেলার জীরতলী ইউনিয়নের কেবি উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশের গুলিতে শাকিল আহমেদ (১৭) নামের এক পথচারি নিহত হন।[২৭] কুমিল্লার তিতাস উপজেলার বলরামপুর ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান ও বিএনপি'র বিদ্রোহী প্রার্থী মোহাম্মদ কামাল উদ্দিনকে কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষ। ভোট গ্রহণের দিন বেলা আনুমানিক ৩.০০ টায় নাগেরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের বাইরে এই ঘটনা ঘটে।[২৮] জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের খুটারচর এবতেদায়ি মাদ্রাসা ভোটকেন্দ্র দখল নিয়ে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শাকিরুজ্জামান রাখাল ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী শাহজাহান মিয়ার সমর্থক ও পুলিশের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। এই সময় পুলিশ গুলি চালালে আব্দুল মাজেদ (১৪), জিয়াউর রহমান জিয়া (৩০), নুর ইসলাম (৬০) ও আলতাফ (৩২) নিহত হন।[২৯] অনিয়ম ও ভোট কারচুপির অভিযোগে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন পরিষদের সবকটিতেই নির্বাচন বর্জন করে বিএনপি। মোগড়াপাড়া ইউনিয়নের মোগড়াপাড়া হাই স্কুল ভোটকেন্দ্রে পরাজিত মেম্বার পদ প্রার্থী প্রায় শতাধিক ব্যালট পেপার ছিঁড়ে ফেললে সেখানে সংঘর্ষ হয়। একই ইউনিয়নের কাবিলগঞ্জ ভোটকেন্দ্রে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সুজনের নেতৃত্বে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করা হয়। এই সময় পুলিশ ৫ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। নোয়াগাঁও ইউনিয়নের লক্ষীবরদী এলাকায় দুইপক্ষের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময় ইদ্রিস আলী (৭৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হন। ভোট গ্রহণের দিন সকাল আনুমানিক ১১.৩০ টায় দুদঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে মেম্বার পদ প্রার্থীর ১শ পাতার একটি ব্যালট বই ছিনিয়ে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।[৩০] বেলা আনুমানিক ১২.০০ টায় চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার আশিয়া ইউনিয়ন পরিষদের আসাদ আলী মাজার ভোটকেন্দ্রে দুই মেম্বার প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে বাবুল শীল (৫৭) নিহত হন। বেলা আনুমানিক ১.০০ টায় বড় উঠান ইউনিয়নের শাহমিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের পাশে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী দিদারুল আলম ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী আব্দুল মান্নানের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে হয়। এই সময় ওই ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার পদ প্রার্থী মোহাম্মদ ইয়াসিন (৪১) ও রিক্সা চালক নুরুল ইসলাম (৫০) ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হওয়ার পর মোহাম্মদ ইয়াসিন ঘটনাস্থলেই এবং নুরুল ইসলাম হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যান।[৩১]

১৯. বর্তমান সরকারের আমলে নির্বাচন ব্যবস্থায় যে ধরনের দুর্বৃত্তায়ন ঘটানো হয়েছে তাতে সম্পূর্ণ নির্বাচন ব্যবস্থাই ভেঙে পড়েছে। ফলে জনগণ তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয়। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং বিরোধীদলসহ বিভিন্ন মহলের ব্যাপক প্রতিবাদ উপেক্ষা করে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী যুক্ত করার মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয় এবং দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করা হয়। এরফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র প্রতারণামূলক ও বিতর্কিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও অনুষ্ঠিত

[২৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নোয়াখালীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[২৮] প্রথম আলো, ২৯ মে ২০১৬
[২৯] যুগান্তর, ২৯ মে ২০১৬
[৩০] মানবজমিন, ২৯ মে ২০১৬ ও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৩১] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

হয়। এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই শুরু হয় নির্বাচন ব্যবস্থার দুর্বৃত্তায়ন। এরপর থেকে অনুষ্ঠিত সবগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্যাপক ভোট জালিয়াতি, অনিয়ম ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এই দুবৃত্তায়নের ফলে দেশে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও ঘটতে থাকে। এর ফলাফল হিসেবে জনগণের নির্বাচিত জবাবদিহিতামূলক একটি সরকার ক্ষমতায় না থাকায় দেশে চরমপন্থার উত্থান ঘটছে বলে *অধিকার* মনে করে। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। অথচ নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে এবং তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে নির্বাচনগুলো সুষ্ঠু হয়েছে বলে কমিশনের কর্মকর্তারা দাবি করছেন।

ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

২০. গুম মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এটি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের একটি হাতিয়ার। 'গুম' কোন ব্যক্তির বাক স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা,সংগঠনের স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার স্বাধীনতাকে খর্ব করে। গুম হওয়া ব্যক্তিরা প্রায়ই নির্যাতনের শিকার হন এবং তাঁদের জীবন নিয়ে তাঁরা ভীত সন্ত্রস্ত থাকেন। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় হস্তান্তর করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া যাচ্ছে।

২১. প্রতি বছর মে মাসের শেষ সপ্তাহে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত সংগঠনগুলো সারা বিশ্বে গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ পালন করে থাকে। গুমের বিরুদ্ধে এই সপ্তাহটি ১৯৮১ সালে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের নিয়ে গড়ে ওঠা FEDEFAM (ফেডারেশন অফ অ্যাসোসিয়েসন অফ রিলেটিভস অফ ডিসএ্যাপিয়ার্ড ডিটেইনিস) নামক ল্যাটিন আমেরিকার একটি সংগঠন প্রথম পালন করা শুরু করে। এরপর থেকে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে গণমানুষের সংগঠনগুলো সারাবিশ্বে সপ্তাহটি পালন করে আসছে। ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশে একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অধীনে অন্ধকার যুগে অনেকেই গুম হয়েছিলেন। তখন সপ্তাহটি পালন করার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল গুমের বিরুদ্ধে প্রচারণাকে ত্বরান্বিত করা। গত ২৩ মে থেকে ২৭ মে পর্যন্ত গুমের বিরুদ্ধে আর্ন্তজাতিক সপ্তাহ বাংলাদেশে পালন করা হয়। ২৪ মে পঞ্চগড় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে ২০১২ সালে র‍্যাবের হাতে গুম হওয়া ইমাম হাসান বাদলের বাবা রুহুল আমীন তাঁর ছেলেকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন জানান। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা থেকে একসঙ্গে আট জন যুবক এবং পরবর্তীতে আরো ১১ জনসহ মোট ১৯ জনকে গুম করা হয়, তাঁদের স্বজনরা ২৬ মে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেন এবং রাষ্ট্রের কাছে তাঁদের স্বজনদের ফেরত দেয়ার দাবী জানান। ২০১৩ সালের ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম থেকে বলি মনসুর নামে এক ব্যক্তিকে গুম করা হয়, গত ২৬ মে ২০১৬ তাঁর ছেলে বাদশাহ মিয়া তাঁর বাবাকে ফিরে পাবার জন্য চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলন করেন। গত ১২ মে ২০১৬ খুলনা মহানগরীর খালিশপুর থেকে ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে মনিরুল ইসলাম বাবু (২৮) নামের এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। একই দিন হরিণটানা থানার বিসমিল্লাহ নগর মাদ্রাসার বাংলা বিভাগের শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল সায়েম তুর্য (২৫) কে 'জরুরী বিদ্যুৎ' স্টিকার লাগানো সাদা মাইক্রোবাসে করে সাদা পোশাকধারী ৫/৬ ব্যক্তি তুলে নিয়ে যায়। একই দিন মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে বিসমিল্লাহ নগর মাদ্রাসার

আরবি বিভাগের শিক্ষক শোয়াইব বিশ্বাস (২৬) গুম হন। ২৬ মে ২০১৬ গুম হয়ে যাওয়া এই তিন ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা খুলনা প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করেন।[৩২]

২২. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৬ সালের ১ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ১২ জন গুমের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ১ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত বাকি ১১ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি ।

২৩. গত ৩ মে ২০১৬ রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পীরগাছা রেলওয়ে স্টেশন জামে মসজিদের খাদেম এবং পীরগাছা জে এন উচ্চ বিদ্যালয় মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মোহাম্মদ আক্তার হোসেনকে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) পরিচয়ে ৭/৮ জন সাদা পোশাকের লোক মাইক্রোবাসে করে তুলে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন ভিকটিমের পরিবার। আক্তার হোসেনের ভাই মুশফিকুর রহমান *অধিকার*কে জানান, তাঁদের পৈত্রিক বাড়ি পীরগাছার সিজন পুকুর এলাকায় হলেও কাজের সুবিধার্থে তাঁর ভাই আক্তার হোসেন বিরবিরিয়া পাড়ায় তাঁর শ্বশুর বাড়িতে থাকতেন। রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় সিজন পুকুর এলাকার বাড়িতে ৩/৪ জন লোক এসে মুশফিকুর রহমানকে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের বিষয়ে কথা বলার জন্য ডেকে নিয়ে যায়। এরপর তারা তাঁকে বাড়ির সামনের রাস্তায় অপেক্ষামান একটি সাদা রংয়ের মাইক্রোবাসে তুলে নেয় এবং তাঁর হাত থেকে মোবাইল ফোনটি নিয়ে নেয়। এরপর আক্তার কোথায় থাকে তারা জানতে চায়। তিনি আক্তারের শ্বশুর বাড়ির ঠিকানা দিলে মাইক্রোবাসে করে তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই মাইক্রোবাসে তিনি ওয়ারলেস হাতে আরো কয়েকজনকে বসে থাকতে দেখেন। আক্তারের শ্বশুরবাড়ির সামনে মাইক্রোবাস রেখে একজন তাঁকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে মুশফিককে বলে আক্তারকে ঘর থেকে ডেকে আনতে। মুশফিকের সঙ্গে বাড়িতে প্রবেশ করা সাদা পোশাকের ওই ব্যক্তি নিজেকে ডিবি পুলিশের লোক পরিচয় দিয়ে তাঁদের জানায় একটি বিষয়ে আক্তারের সঙ্গে কথা বলতে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আধঘন্টার মধ্যেই আবার বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হবে। এই সময় ওই ব্যক্তি আক্তারের মোবাইল ফোনটি নিয়ে নেয়। এরপর আক্তার ও মুশফিককে গাড়িতে তুলে নিয়ে আসা হয়। পীরগাছা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে মুশফিককে নামিয়ে দিয়ে আক্তারকে নিয়ে গাড়িটি চলে যায়। পরদিন ৪ মে ২০১৬ পীরগাছা থানা, রংপুর ডিবি অফিস ও র‍্যাব অফিসে যোগাযোগ করলেও কেউ আক্তারকে আটক বা গ্রেফতারের বিষয়ে কিছু স্বীকার করেনি। এখন পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। ৬ মে ২০১৬ পীরগাছা থানায় এই ব্যাপরে জিডি করতে গেলে, থানার ডিউটি অফিসার জিডি গ্রহণ করেনি।[৩৩]

২৪. গত ১২ মে ২০১৬ খুলনা মহানগরীর খালিশপুর থেকে ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে মনিরুল ইসলাম বাবু (২৮) নামের এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। একই দিন হরিণটানা থানার বিসমিল্লাহ নগর মাদ্রাসার বাংলা বিভাগের শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল সায়েম তুর্যকে (২৫) 'জরুরী বিদ্যুৎ' স্টিকার লাগানো সাদা মাইক্রোবাসে করে সাদা পোশাকধারী ৫/৬ ব্যক্তি তুলে নিয়ে যায়। ওই দিনই মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে বিসমিল্লাহ নগর মাদ্রাসার আরবি বিভাগের শিক্ষক শোয়াইব বিশ্বাস (২৬) গুম হন। তাঁদের কারোরই এখনও পর্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই ব্যাপারে ভিকটিম পরিবারগুলো খালিশপুর ও হরিণটানা থানায় পৃথক পৃথক মামলা ও জিডি করেছেন। মনিরুল ইসলামের পিতা মাসুদুর রহমান *অধিকার*কে বলেন, গত ১২ মে ২০১৬ রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় নগরীর বয়রা সিএসডি গোডাউনের নিরাপত্তা প্রহরী মনিরকে সঙ্গে নিয়ে একজন সাদা পোশাকের লোক তাঁদের বাড়িতে আসে এবং তাঁর ছেলে মনিরুলকে ডেকে বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে কথা বলে চলে যায়। এর ৫/৬ মিনিট পরই সাদা পোশাকের ওই লোকের সঙ্গে আরো ৬/৭ জন তাঁর বাড়িতে ঢুকে ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে মনিরুলকে ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে যায়। তাদের মধ্যে দু'জনের

[৩২] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য
[৩৩] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

হাতে ওয়্যারলেস ও দু' জনের কোমরে পিস্তল ছিল। তিনিও তখন তাদের পেছনে পেছনে যেতে থাকেন। সিএসডি গোডাউনের গেইটের সামনে রাখা সাদা রংয়ের একটি মাইক্রোবাসে মনিরুলকে তুলে নেয় তারা। এই সময় শ্রমিক নেতা বাদল ইসলাম এগিয়ে আসলে সাদা পোশাকধারী ঐ লোকেরা নিজেদের ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে খালিশপুর থানায় যোগাযোগ করতে বলে গাড়ি নিয়ে দ্রুত চলে যায়। এই ঘটনার পরদিন ১৩ মে তিনি খালিশপুর থানায় জিডি করেন।

এদিকে হরিণটানা থানার মোস্তর মোড় থেকে সাদা মাইক্রোবাসে করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বিসমিল্লাহ নগর মাদ্রাসার বাংলা বিভাগের শিক্ষক মোঃ আব্দুল্লাহ আল সায়েম তুর্যকে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী একই মাদ্রাসার অপর শিক্ষক মুফতি হাফিজুর রহমান *অধিকারকে* বলেন, তিনি এবং আব্দুল্লাহ আল সায়েম তুর্য ১২ মে সন্ধ্যা আনুমানিক ৬:৩০ টায় দু'টি বাইসাইকেল যোগে হরিণটানার বিসমিল্লাহ নগর মাদ্রাসা থেকে নগরীর বয়রাস্থ বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হন। তাঁরা মাদ্রাসা থেকে আনুমানিক এক কিলোমিটার দূরে মোস্তর মোড় সংলগ্ন সড়কে পৌঁছালে সেখানে আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা 'জরুরী বিদ্যুৎ' স্টিকার লাগানো একটি সাদা রংয়ের মাইক্রোবাসের পাশ থেকে পাঞ্জাবী-পায়জামা পড়া এক ব্যক্তি তাঁদের গতিরোধ করে নাম পরিচয় জানতে চায়। তাঁরা নিজেদের নাম পরিচয় জানালে, তুর্যর সঙ্গে তার কথা আছে বলে হাফিজুরকে চলে যেতে বলে। এই সময় তিনি কিছুদুর এগিয়ে গিয়ে পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পান তিন চার জন যুবক তূর্যকে গাড়ীতে তুলছে। তখন তিনি বিষয়টি মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল ইলিয়াস হোসেনকে জানানোর উদ্দেশ্যে মোবাইল ফোন বের করেন। কিন্তু তুর্যকে তুলে নেয়া মাইক্রোবাসটি ততক্ষণে তাঁর কাছে চলে আসে এবং মাইক্রোবাস থেকে এক ব্যক্তি নেমে তাঁর কাছে থাকা মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে বলে, 'কার কাছে ফোন করছেন, আপনিও কি আমাদের সঙ্গে যাবেন নাকি?' যাওয়ার সময় তারা তূর্যের সাইকেলটি নিয়ে যেতে বলে তাঁকে। ১৩ মে ২০১৬ তূর্যের পিতা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম হরিণটানা থানায় অজ্ঞাতনামা আসামি উল্লেখ করে একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেন। এছাড়া ১২ মে সকাল আনুমানিক ১০:৩০ টায় নগরীর বৈকালী বাজারের বায়তুন নাজাত জামে মসজিদ কোয়ার্টার থেকে হরিণটানার বিসমিল্লাহ নগর মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে গুম হন ওই মাদ্রাসার আরবী বিভাগের শিক্ষক শোয়াইব বিশ্বাস (২৬)। তাঁর পিতা মাওলানা আব্দুস সাত্তার *অধিকারকে* বলেন, তাঁর ছেলে মাদ্রাসায় যাওয়ার কথা বলে বাসা থেকে বের হয়, এরপর থেকে তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ১৩ মে পর্যন্ত শোয়াইব বিশ্বাসের মোবাইল ফোন খোলা থাকলেও কেউ ফোন রিসিভ করেনি। তাঁর ধারণা শোয়াইব বিশ্বাসকে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তুলে নিয়ে যেতে পারে। এই ঘটনায় ১৩ মে তিনি খালিশপুর থানায় জিডি করেন।[৩৪]

২৫.গত ২২ এপ্রিল সুরুজ আলী (২২), দুলাল হোসেন (২৪) ও লিটন ইসলাম (২০) নামে তিন ব্যক্তিকে রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে এবং গত ১১ মে পাবনার ফরিদপুরের খাগাড়বাড়িয়া গ্রাম থেকে টিক্কা সরদার (৩০), এরশাদ সরদার (২৫) , সাদ্দাম সরদার (২০) নামে তিন সহোদর এবং দুলাল হোসেন (৩৫) ও রনি প্রামানিক (৩৫) নামে দুই ব্যক্তিসহ মোট ৮ জনকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে তুলে নিয়া যাওয়া হয় বলে তাঁদের স্বজনরা অভিযোগ করেছেন। একই দিনে গাজীপুর থেকে নেত্রকোনা জেলার শেওপুর গ্রামের আবু সাইদ (৩৫) নামে পোশাক কারখানার এক শ্রমিক এবং গত ২২ মে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থেকে রমজান (৩৮) নামে এক ব্যক্তিকে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে তুলে নেয়া হয় বলে তাঁদের স্বজনরা অভিযোগ করেছেন। আবুসাইদ ছাড়া গুম হওয়া নয় ব্যক্তির বাড়ি পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলায়। গত ২৫ মে গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনরা পাবনা প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের তুলে নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন

[৩৪] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

এবং তাঁদের ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানান। গত ২৮ মে এক সংবাদ সম্মেলন করে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর পক্ষ থেকে বলা হয়, গত ২৭ মে রাজধানী ঢাকার পল্টন এলাকা থেকে গুম হওয়া রমজান (৩৮), সুরুজ আলী (২২), দুলাল হোসেন (২৪) ও লিটন ইসলাম (২০) কে তারা গ্রেফতার করেছে। লিটন ইসলাম ছাড়া অন্য তিনজন ফরিদপুর উপজেলার সাভার গ্রামের যুবদল নেতা সাইফুল ইসলাম হত্যা মামলায় অভিযুক্ত।[৩৫]

২৬. গুমের ঘটনা ভয়াবহভাবে বাড়তে থাকায় *অধিকার* গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, গুম বা এনফোর্সড ডিস্‌অ্যাপিয়ারেন্স একটি মানবতাবিরোধী অপরাধ যা আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবেও স্বীকৃত। এটি বন্ধ হতে হবে এবং এর সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলছেই

২৭. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহতভাবেই চলছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে মে মাসে ৫ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

২৮. নিহত ৫ জনের মধ্যে ৩ জনই 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ২ জন পুলিশের হাতে এবং ১ জন র‍্যাবের হাতে নিহত হয়েছেন।

নির্যাতনে নিহত:

২৯. এই সময়ে ২ জন পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিহতের পরিচয় ঃ

৩০. নিহত ৫ জনের মধ্যে ১ জন মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি, ৩ জন কথিত অপরাধী এবং ১ জনের পরিচয় জানা যায়নি বলে জানা গেছে।

কারাগারে মৃত্যু

৩১. মে মাসে ৯ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

৩২. কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে কারাগারে যাওয়ার পর কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারনে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে অনেক কারাবন্দী মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

[৩৫] প্রথম আলো, ২৯ মে ২০১৬

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে ছাত্র নেতার মৃত্যু

৩৩. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর ড.রেজাউল করিম সিদ্দিকী হত্যা মামলায়[৩৬] গ্রেফতার হওয়া ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা হাফিজুর রহমান রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গত ১৭ মে কারাগারের ভেতরে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৯ মে ভোর আনুমানিক সাড়ে ৪টায় তাঁর মৃত্যু হয়। ড. রেজাউল হত্যাকাণ্ডে সন্দেহভাজন হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী ও মহানগরীর ১৯নং ওয়ার্ড ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমানকে নগরীর ছোটবনগ্রাম এলাকা থেকে আটক করা হয়। গত ২৮ এপ্রিল হাফিজুর রহমানকে শিক্ষক হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে ৭দিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে তাঁকে রাজশাহী মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। পরে শুনানি শেষে আদালতের বিচারক মোকসেদা আজগর চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। হাফিজুরকে চারদিন ডিবি কার্যালয়ে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে কারাগারে পাঠানো হয়।[৩৭]

৩৪. হাফিজুরের পিতা হোসেন মোল্লা জানিয়েছেন, 'তাঁর ছেলেকে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করে পুলিশের নির্যাতন এবং কারাগারে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে হত্যা করা হয়েছে। হাফিজুরের বড় ভাই হাবিবুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, তাঁর ছোট ভাই অসুস্থ থাকার পরেও তাকে শিক্ষক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জড়িয়ে মিথ্যা মামলায় আসামি করা এবং রিমাণ্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হয়। রিমাণ্ড শেষে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কারাগারে নিয়ে যাবার পর তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।[৩৮]

৩৫. *অধিকার* প্রত্যেকটি কারাগারে কারাবন্দীদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা এবং রিমান্ডে নির্যাতন বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছে।

বাঁশখালীর গণ্ডামারা এলাকাবাসীর ওপর হামলা ও হয়রানি অব্যাহত

৩৬. চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালীর গণ্ডামারা এলাকায় বৃহৎ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের জন্য এস আলম গ্রুপ নামের একটি প্রতিষ্ঠান সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। এই প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ নিয়ে শুরু থেকেই এলাকাবাসীর সঙ্গে এস আলম গ্রুপের মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। গত ৪ এপ্রিল এলাকাবাসী 'বসতভিটা ও ভূমি রক্ষা কমিটি'র ব্যানারে গণ্ডামারা এলাকায় সমাবেশের আয়োজন করে। অন্যদিকে একই জায়গায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমানের অনুসারী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল আলম কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক সমাবেশের আহ্বান করেন। পাল্টাপাল্টি সমাবেশ ডাকায় স্থানীয় প্রশাসন ঐ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু এলাকাবাসী ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে সমাবেশ করতে চাইলে পুলিশ ও তাদের সঙ্গে থাকা দুর্বত্তরা এলাকাবাসীর ওপর গুলি ছোঁড়ে। এতে শতাধিক লোক গুলিবিদ্ধ হন। এরমধ্যে গণ্ডগ্রাম এলাকার মরতুজা আলী (৫২) ও তাঁর ভাই আংকুর আলী, জাকের আহমেদ (৩৫) ও জহির উদ্দিন গুলিতে নিহত হন।[৩৯] এই ঘটনায় বাঁশখালী থানায় তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। একটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ এবং অপর দুইটি মামলা দায়ের করেছেন নিহতদের স্বজনরা।

---

[৩৬] ২৩ এপ্রিল আনুমানিক সকাল পৌনে ৮টার রাজশাহী মহানগরীর শালবাগান এলাকায় নিজ বাড়ির কাছেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রেজাউল করিম সিদ্দিকীকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। এই ঘটনায় অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের আসামি করে ওইদিন বিকেলে নিহতের ছেলে রিয়াসাত ইমতিয়াজ সৌরভ বাদী হয়ে বোয়ালিয়া থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলাটি পরে ডিবিতে স্থানান্তর করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেন একটি চরমপন্থী সংগঠন।

[৩৭] নয়াদিগন্ত, ২০ মে ২০১৬ এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩৮] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩৯] যুগান্তর, ৫ এপ্রিল ২০১৬

পুলিশের দায়ের করা মামলায় গণ্ডামারা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান লিয়াকত আলীসহ ৫৭ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া অজ্ঞাতনামা ৩ হাজার ২০০ জনকেও আসামি করা হয়েছে।[৪০]

৩৭. গত ১৬ এপ্রিল চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে আয়োজিত এক মত বিনিময় সভায় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মেজবাহ উদ্দিন বলেন,"এখন বুঝতে পারছি গণ্ডামারা এলাকায় জমির মলিকরা প্রকৃত মূল্য পাননি। মাঝখান থেকে কিছু বাটপার দালাল টাকা নিয়ে গেছে। ফলে এলাকাবাসীর মনে ক্ষোভ জন্মেছে"। জেলা প্রশাসক সেদিন আরও বলেন "পুলিশ আর কাউকে গ্রেফতার করবে না। যাঁরা গ্রেপ্তার আছেন, তাঁদের জামিন চাইলে জামিনের ব্যবস্থা করা হবে। এ ছাড়া সংঘর্ষের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে"। জেলা প্রশাসকের এই প্রতিশ্রুতির পরপরই গণ্ডামারা এলাকায় পুলিশের গ্রেফতার অভিযান, হামলা ও হয়রানি ভয়াবহভাবে শুরু হয়।[৪১]

৩৮. গত ৬ মে ডিএমপি'র অধীনস্ত ধানমন্ডি থানা পুলিশ চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালীর গন্ডামারায় কয়লা বিদ্যুত প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঘটনায় পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে (বাঁশখালী থানা মামলা নং-৭) দায়েরকৃত মামলায় ঢাকা থেকে গন্ডামারা ইউনিয়নের সোনাইয়া বরবাড়ি গ্রামের মোহাম্মদ আলী নবী (৪৫) ও মোহাম্মদ শফিউল আলম শফি (২৯) কে গ্রেফতার করে। ঐ দিন তাঁদেরকে চট্টগ্রামে এনে বাঁশখালী থানা অস্ত্র উদ্ধারে যায়। ৭ মে ভোরে গন্ডামারা ব্রীজের নিচে মাটির তলা থেকে দুটি অস্ত্র ও চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয় বলে বাঁশখালী থানার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। এই ব্যাপারে অস্ত্র আইনের ১৯ ধারায় বাঁশখালী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৪২]

৩৯. গত ১৬ মে বাঁশখালীর গণ্ডামারা এলাকা থেকে পুলিশ কয়লাভিত্তিক বিদুৎ প্রকল্প স্থাপনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অনত্যম নেতা 'বসতভিটা ও ভূমি রক্ষা কমিটি'র আহ্বায়ক লিয়াকত আলীর পিতা দুদু মিয়াকে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে গ্রেফতার করে। এই সময় লিয়াকত আলীর বাড়ী থেকেও অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ দাবি করে। এই ব্যাপারে প্রতিবাদ করায় পুলিশ গণ্ডামারা এলাকাবাসীর ওপর গুলি ছোঁড়ে এবং নির্বিচারে তাঁদের ওপর লাঠি চার্জ করে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন। এই ঘটনায় প্রায় পঞ্চাশ জন আহত হয়েছেন ।[৪৩]

৪০. *অধিকার* উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, বাঁশখালী হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। কিন্তু গ্রেফতার করা হচ্ছে নিহত ও আহতদের পরিবারের সদস্যদের, হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ এবং নিরীহ গ্রামবাসীদের। এছাড়া বাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধারের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের এবং হত্যা করারও হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। সেইসঙ্গে গণহারে মামলা ও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আইনবহির্ভূত আচরণ

৪১. গত ১১ মে মিরপুর থানার এসআই রাশেদুজ্জামান বেগ এবং এএসআই জিয়াউর রহমানসহ ৫ পুলিশ সদস্য মিরপুরের দারুস-সালাম এলাকায় জাতীয়তাবাদী যুবদল মহানগর কমিটির নেতা ইসমাইলের বাসায় গিয়ে ইসমাইল কোথায় আছে জানতে চায়। ইসমাইলের পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশকে জানানো হয় ইসমাইল কোথায় আছে তা তাঁরা জানেন না। ইসমাইলকে না পেয়ে পুলিশ তাঁর স্ত্রী হামিদাকে তাদের সঙ্গে করে মিরপুর থানায় নিয়ে যায় এবং থানায় নিয়ে তাঁর স্বামীর অবস্থান জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু

[৪০] প্রথম আলো, ৬ এপ্রিল ২০১৬
[৪১] বাঁশখালীতে জোরজুলুম কেন? শিরোনামে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের একটি লেখা প্রথম আলো, ১২ মে ২০১৬ তে প্রকাশিত হয়
[৪২] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৪৩] নিউএজ, ১৭ মে ২০১৬

হামিদার কাছ থেকে ইসমাইলের অবস্থান জানতে না পেরে পুলিশ তাঁকে মাদক মামলায় আটক দেখিয়ে জেলে পাঠানোর হুমকি দেয়। এরপর পুলিশ হামিদাকে মামলায় না জড়ানোর জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করে। ইসমাইলের পরিবার হামিদাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য পুলিশকে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ঘুষ দিতে সমর্থ হয়। এরপরও দাবিকৃত পাঁচ লক্ষ টাকা ঘুষ না পেয়ে পুলিশ গত ১২ মে হামিদাকে মাদক মামলায় জড়িয়ে আদালতে পাঠিয়ে পাঁচ দিনের রিমান্ড চায়। আদালত এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। উল্লেখ্য, পুলিশ হামিদাকে তাঁর বাসা থেকে নিয়ে গেলেও মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, পুলিশ মিরপুরের টেকনিক্যাল মোড়ে দায়িত্ব পালনের সময় কল্যাণপুরের মিজান টাওয়ারের সামনে থেকে হামিদাকে মাদক দ্রব্যসহ আটক করেছে। এছাড়া ঢাকা মেট্রো গ-১৭-০৯৫৯ নম্বরের একটি গাড়ি জব্দ দেখানো হয়েছে। ওই গাড়ির চালক সুমন নামের এক ব্যক্তিকে এই একই মামলার আসামি করা হয়েছে। বর্তমানে হামিদা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক আছেন।[৪৪]

৪২. বর্তমান সরকার বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ব্যাপকভাবে গ্রেফতার ও হয়রানি করছে এবং তাঁদের গ্রেফতার করতে না পেরে তাঁদের স্বজনদের আটক করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। *অধিকার* এই ঘটনাগুলোর বাপারে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনীর সদস্যদের দায়মুক্তির কারণে এবং তাঁদেরকে দলীয় স্বার্থসিধির লক্ষ্যে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করায় এবং তাঁদের চাকরিতে নিয়োগসহ পদোন্নতির প্রতিটি ধাপে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরন না করে সবকিছুকে দলীয়করণ করায় এই ধরনের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৪৩. ২০১৬ সালের মে মাসে ৩ ব্যক্তি গণপিটুনীতে নিহত হয়েছেন।

৪৪. মূলত: ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশ বিভাগের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অবক্ষয়। ফলে এই ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘন

৪৫. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী মে মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ৪ জন বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করেছে। এছাড়া ৩ জন বাংলাদেশী বিএসএফ'র নির্যাতনে আহত হয়েছেন।

৪৬. ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রম করলে তাঁকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করছে বা গুলি করে হত্যা করছে, এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ করে হত্যা, নির্যাতন ও লুটপাট চালাচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। গত ১১ মে ঢাকায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ) এর মধ্যে মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠক শুরু হয়ে ১৬ মে পর্যন্ত চলে। এই বৈঠক চলাকালেই গত ১৪ মে বিএসএফ সদস্যরা চুয়াডাঙ্গায় এক স্কুল ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না। অথচ এই ধরনের ঘটনা অব্যাহতভাবে ঘটেই চলেছে।

[৪৪] নয়াদিগন্ত, ১৭ মে ২০১৬

৪৭.গত ১৪ মে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের গোয়ালপাড়া গ্রামের নবম শ্রেণীর ছাত্র সিহাব উদ্দিন (১৫) সহ একই গ্রামের সবুজ হোসেন (১৬), আলম হোসেন (১৫) ও বিপ্লব হোসেন (১৫) নতুনপাড়া সীমান্তের ৬৬ মেইন পিলার বরাবর ভারত সীমান্তের তারকাঁটা বেড়াসংলগ্ন একটি আম বাগানে আম পাড়তে যায়। ভারতের বানপুর হেলেঞ্চা ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা আমবাগানটি ভারতের দাবি করে সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় সিহাবসহ তাঁদের তিনজনকে আটক করে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। এই সময় সিহাব বিএসএফ সদস্যদের নির্যাতনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে বিএসএফ এর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সবুজ ও বিপ্লব সিহাবকে উদ্ধার করে জীবনগনর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত ডাক্তার সিহাবকে মৃত ঘোষণা করেন।[৪৫] এই ঘটনায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বানপুর বিএসএফ ক্যাম্প কমান্ডার এ সি উনভব আবরাইয়াসহ মোট সাতজন বিএসএফ সদস্যকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।[৪৬]

৪৮.গত ২৩ মে বিকেল আনুমানিক সাড়ে ৩ টায় পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার সারিয়ালজোত সীমান্তের ৪৩৮ নম্বর প্রধান সীমান্ত পিলারের পাশে বাংলাদেশী কৃষক মোহাম্মদ সুজন গরুর জন্য ঘাস কাটছিলেন। এই সময় ভারতের লিচুগাছ সীমান্ত ফাঁড়ির বিএসএফ এর সদস্যরা সুজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এতে সুজন গুলিবিদ্ধ হলে এলাকাবাসী সুজনকে উদ্ধার করে তেঁতুলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।[৪৭]

৪৯.*অধিকার* উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো বার বার তুলে ধরা সত্ত্বেও এটি বন্ধে সরকারের পক্ষ থেকে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। এছাড়া ভারত সরকারের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ক্ষতিপূরণ চাওয়ার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৫০.গত ২২ এপ্রিল এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ পর্যায়ে রয়েছে বলে অভিযোগ করে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্যপরিষদ। সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালের প্রথম তিন মাসেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি প্রায় তিনগুণ বেশী সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। অতীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপরে ও তাঁদের উপাসনালয়ে সংঘঠিত হামলার ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়া এবং সেই ঘটনাগুলো রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনা অব্যাহতভাবেই ঘটে চলেছে।

৫১.গত ১৪ মে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নের চাকপাড়া গ্রামের এক বৌদ্ধ বিহারে ধাম্মা ওয়াসা (৭০) নামে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এক ভিক্ষুর লাশ পাওয়া যায়। দুর্বৃত্তরা তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। গত ১৩ মে রাতে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারনা করছে পুলিশ।[৪৮] এই ঘটনায় পুলিশ চাক সম্প্রদায়ের হ্লামং চাক এবং জিয়াউদ্দিন ও আবদুর রহিম নামে দুইজন রোহিঙ্গা শরনার্থীকে গ্রেফতার করেছে।[৪৯]

---

[৪৫] নয়াদিগন্ত ও প্রথম আলো , ১৫ মে ২০১৬

[৪৬] নয়াদিগন্ত, ১৬ মে ২০১৬

[৪৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পঞ্চগড়ের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৪৮] নয়াদিগন্ত, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

[৪৯] যুগান্তর, ১৬ মে ২০১৬

৫২. *অধিকার* সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পুরোহিতকে হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। অবিলম্বে এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে আইনের আওতায় এনে বিচারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫৩. নারীদের প্রতি সহিংসতা ব্যাপকভাবে ঘটছে এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি চলতে থাকায় বেশীরভাগ নারী তাঁদের ওপর সংঘঠিত সহিংসতার বিচার পাচ্ছেন না।

ধর্ষণ

৫৪. অধিকারএর তথ্য অনুযায়ী মে মাসে মোট ৬৬ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১৪ জন নারী এবং ৫১ জন মেয়ে শিশু এবং ১ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ১৪ জন নারীর মধ্যে ৫ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৫১ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৬ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। একই সময়ে ১৪ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫৫. গত ২০ মার্চ সন্ধ্যায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইতিহাস বিভাগের (অনার্স) ২য় বর্ষের ছাত্রী ও নাট্যকর্মী ১৯ বছর বয়সী সোহাগী জাহান তনুর লাশ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে একটি জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়। তনুর লাশ উদ্ধারের পরের দিন প্রথম ময়না তদন্ত হয় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের মর্গে। গত ৪ এপ্রিল প্রথম ময়না তদন্তের প্রতিবেদন দেয়া হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, তনুর মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হয়নি। প্রতিবেদনে মাথার পেছনের জখমের কথা গোপন করা হয় এবং গলার নিচের আঁচড়কে পোকার কামড় বলে উল্লেখ করা হয়। এই নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক ও প্রতিবাদের পর মেডিকেল বোর্ড গঠন করে দ্বিতীয় দফা লাশের ময়না তদন্ত করার নির্দেশ দেয় আদালত। এরপর কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কামদা প্রসাদ সাহার নেতৃত্বে তিন সদস্যের মেডিকেল বোর্ড দ্বিতীয় দফা ময়না তদন্ত করে। এই সময় তনুর লাশ কবর থেকে তোলা হলে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য তনুর শরীর থেকে কিছু নমুনা নেয়া হয়। ডিএনএ পরীক্ষা করে ধর্ষণের (গণ ধর্ষন) আলামত পাওয়া গেছে বলে মামলার তদন্ত-তদারক কর্মকর্তা কুমিল্লা সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শাহ আবিদ নিশ্চিত করেছেন।[৫০] তনু হত্যাকাণ্ডের মতো একটি আলোচিত হত্যাকাণ্ডে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনের সঙ্গে ডিএনএ পরীক্ষার ফলাফলের গড়মিল থাকায় স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য ধর্ষণ-হত্যার ঘটনাগুলোর ময়নাতদন্ত সঠিক, স্বচ্ছ ও বাহ্যিক চাপ বহির্ভূতভাবে হচ্ছে কি-না এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই সব ক্ষেত্রে অনেক ডাক্তারের বিরুদ্ধে ঘুষের মাধ্যমে বা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের চাপের কারণে তদন্ত রিপোর্ট পরিবর্তনের অভিযোগ রয়েছে, যা ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে।

৫৬. গত ১২ মে সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন খণ্ডকালীন শিক্ষিকা ১৩ মে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে অনুষ্ঠিত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশ নিতে একই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শরিফুল ইসলামের সঙ্গে কুষ্টিয়া শহরে আসেন । তাঁরা আল-আমিন হোটেলে পাশাপাশি দুই রুমে রাত্রি যাপন করেন। সকালে পরীক্ষার হলে যাবার প্রস্তুতিকালে হঠাৎ সেই প্রধান শিক্ষক শরিফুল সেই শিক্ষিকার কক্ষে প্রবেশ করে জোর করে তাঁকে ধর্ষণ করে। এই ঘটনায়

[৫০] প্রথম আলো, ১৭ মে ২০১৬

ধর্ষণের শিকার শিক্ষিকাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ ধর্ষক প্রধান শিক্ষককে এখনও গ্রেফতার করেনি।[৫১]

যৌতুক সহিংসতা

৫৭.অধিকারএর তথ্য অনুযায়ী মে মাসে ১২ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ৭ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ৪ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এইসময় ১ জন নারী যৌতুক সহিংসতা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন।

৫৮.নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও পৌরসভার বাগমুছা এলাকায় নাজনিন আক্তার নাজু নামে এক গৃহবধূকে যৌতুকের দাবিতে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ৬ বছর আগে সোনারগাঁও পৌরসভার বাগমুছা গ্রামের আনিসুর রহমানের সঙ্গে ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার নাজনিন আক্তারের বিয়ে হয়। আনুষা নামে তাঁদের ৪ বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর থেকে স্বামীর যৌতুকের নামে বিভন্ন সময় টাকা চাওয়ার কারণে তাঁদের দুজনের মধ্যে পারিবারিক কলহ চলে আসছিল। যৌতুক চাওয়ার ব্যাপারে নাজনিন আক্তার তাঁর স্বামী আনিসুর রহমান ও দেবর আরিফুর রহমানের বিরুদ্ধে থানায় একটি অভিযোগও দায়ের করেছিলেন। গত ১ মে নাজনীনকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলানো অবস্থায় পাওয়া গেলে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেয়ার পর পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে। এই ব্যাপারে নাজনীনের বাবা জিয়াউল হক নান্নু জানান, যৌতুকের জন্য তাঁর মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে গলায় ফাঁস দিয়ে লাশ ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই ঘটনায় নিহতের ননদ বেবীকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে নাজনিন আক্তার নাজুর শ্বশুরবাড়ির লোকজন পলাতক রয়েছে।[৫২]

এসিড সহিংসতা

৫৯.অধিকারএর তথ্য অনুযায়ী মে মাসে ১ জন নারী, ১ জন মেয়ে ও ২ জন পুরুষ এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৬০.গত ৪ মে সন্ধ্যায় রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার গোপীনাথপুর গ্রামে দীপা রুবাইয়া রিতু (১৬) নামে ১০ম শ্রেণীতে পড়া এক মাদ্রাসা ছাত্রী বাড়িতে লেখাপড়া করছিলেন। এই সময় জানালা দিয়ে দুবৃর্ত্তরা তাঁর ওপর এসিড ছুঁড়ে মারে। এতে রুবাইয়া রিতুর মুখমণ্ডলসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে যায়। আহতবস্থায় তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়।[৫৩]

যৌন হয়রানি

৬১. অধিকারএর তথ্য অনুযায়ী মে মাসে মোট ১৬ জন নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১ জন আহত, ১ জন লাঞ্ছিত ও ১৩ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এইসময় ১ জন নারী যৌন হয়রানির কারণে আত্মহত্যা করেছেন।

৬২. গত ২১ মে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার গোগনগর এলাকার তাজেক প্রধান উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃষ্টির কারণে অন্য কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে না থাকায় নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে যৌন হয়রান করে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইব্রাহীম খলিল। ছাত্রীটির চিৎকারে লোকজন এসে শিক্ষককে ধরে মারধর করে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ইব্রাহীম খলিলকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। যৌন হয়রানির শিকার ওই ছাত্রী বাদি হয়ে শিক্ষক ইব্রাহীম খলিলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।[৫৪]

---

[৫১] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৫২] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৫৩] নয়াদিগন্ত, ৬ মে ২০১৬

[৫৪] প্রথম আলো, ২২ মে ২০১৬ এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

দুর্নীতি দমন কমিশন এবং এর গ্রহণযোগ্যতা

৬৩. দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্যাবলী প্রতিরোধের লক্ষ্যে এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গঠন করা হয়। এই আইনের ২ অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'এই কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হইবে'। আইনানুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার কথা থাকলেও দুদক সে দায়িত্ব পালন করছে না। দুদককে যে ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে হচ্ছে তা তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে। বর্তমান সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী রাজনীতিক এবং আমলাদের দুর্নীতির বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছিলো দুর্নীতি দমন কমিশন। কিন্তু তদন্তনাধীন এইসব বিষয়ের বেশীর ভাগ অভিযুক্তই দায়মুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন। অনেকটা গোপনেই মামলা নথীভুক্ত করে দায়মুক্তির 'সনদ' দিচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন।[৫৫] আট বছরে ২৩ হাজার প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান পর্যায়ে নথিভুক্ত এবং মামলা করার পর চুড়ান্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাদের অব্যাহতিপত্র দেয়ার ব্যাপারেও জানা গেছে।[৫৬]

৬৪. ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে অগাস্ট পর্যন্ত প্রায় ১৬০০ ক্ষমতাসীনদল সমর্থক রাজনৈতিক ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাকে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দেয়া হয়। এরমধ্যে পদ্মা সেতু সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনসহ ১০ জনকে এবং সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হককেও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দেয় দুদক। এছাড়াও দুর্নীতির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় সংসদের উপনেতা সাজেদা চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, ফিলিপাইনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মাজেদা রফিকুন নেসা ।[৫৭]

৬৫. ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কয়েকজন সিনিয়র নেতা ও দলটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে অভিযোগ আনা হয়েছিলো, ২০১৩ সালে সেগুলো খারিজ করে দিয়েছে এই কমিশন। এরমধ্যে সাবেক সংসদ সদস্য এইচবিএম ইকবাল এবং সাবেক চিফ হুইপ ও আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে দুইটি মামলা থেকে অব্যাহতি দেয় কমিশন। ২০১৩ সালের জুন মাসে সাবেক মন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে দুর্নীতির একটি অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়। এছাড়া বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তাকেও দায়মুক্তি এবং মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।[৫৮] অন্যদিকে বিরোধীদল বিএনপির শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলার আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে কমিশন।[৫৯]

৬৬. দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান করা হবে কি না সেটি নির্ভর করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্মকর্তাদের 'ইচ্ছার' ওপর। কখনও কখনও অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অকাট্য প্রমান থাকা স্বত্বেও অনুসন্ধান হচ্ছে না। আবার তথ্য-প্রমাণ না থাকলেও কখনও কখনও ঢাকঢোল পিটিয়ে শুরু হয় অনুসন্ধান।[৬০] এছাড়া দুর্নীতির অভিযোগ থেকে রেহাই দেয়ার কথা বলে ঘুষ নেয়ার একাধিক অভিযোগে জড়িয়ে পড়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রায় অর্ধশত কর্মকর্তা। অবৈধ সম্পদের নোটিশ, অনুসন্ধান, মামলা ও চার্জশিটের ভয় দেখিয়ে ঘুষ দাবি করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে তাঁদের বিরুদ্ধে। ভুক্তভোগীদের অনেকেই দুদকে তাঁদের

[৫৫] মানবজমিন, ১০ অক্টোবর ২০১৪
[৫৬] যুগান্তর, ২০ অক্টোবর ২০১৫
[৫৭] মানবজমিন, ১০ অক্টোবর ২০১৪
[৫৮] মানবজমিন, ১০ অক্টোবর ২০১৪
[৫৯] মানবজমিন, ১০ অক্টোবর ২০১৪
[৬০] যুগান্তর, ১৬ জানুয়ারি ২০১৬

বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস না পেয়ে বেশ কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ করেছেন।[৬১]

৬৭. অধিকার দুর্নীতি দমন কমিশন দ্বারাও হয়রানির শিকার হয়েছে। হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে ৫-৬ মে, ২০১৩ তে ৬১ জনকে বিচারবর্হিভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে *অধিকার* তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করায় গত ১০ অগাস্ট ২০১৩ সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে বিনা ওয়ারেন্টে তুলে নিয়ে গিয়ে পরে গ্রেফতার দেখায়। এরপর থেকেই দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষ থেকে *অধিকার* এর আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে হঠাৎ তদন্ত শুরু হয়, যা আদিলুর রহমান খানের জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে আরো দ্রুততর হয়। অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা উপ-পরিচালক হারুন অর রশীদ প্রায় দেড় বছর ধরে তদন্ত করে বিষয়টি নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তির সুপারিশ করলেও সেটি কমিশনের কাছে সন্তোষজনক না হওয়ায় নতুনভাবে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং দুদকের উপ পরিচালক জালালউদ্দিন আহাম্মদকে দায়িত্ব দেয়া হয়।[৬২] গত ২২ মে বিকেল সাড়ে ৫ টায় দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ পরিচালক জালালউদ্দিন আহাম্মদ স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ অধিকার এর সেক্রেটারী আদিলুর রহমান খান এর কাছে আসে। এটা ছিল 'অধিকার' এর বিরুদ্ধে দুদকের মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ এনে সংগঠনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ ও গ্রহণ বিষয়ক নোটিশ। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিদেশ হতে 'অধিকার' এর নামে '৯৭,০০০' ইউরো স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে রেমিটেন্স হিসেবে আসার কথা দুদক উল্লেখ করলেও তার কোন তারিখ উল্লেখ করেনি। মূলত: 'অধিকার' এর নামে কখনোও ৯৭,০০০ ইউরো স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে রেমিটেন্স হিসেবে আসেনি। বরং গত ০৮/০৭/২০১৩ তারিখে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রকল্পের ২য় বর্ষের অর্থ ৯৭,৫০১.০৭ ইউরো এর সমপরিমান ৯,৪৮৭,০১০.১১ টাকা (৯৭.৩০ টাকা হারে) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র অনুমতি সাপেক্ষে 'অধিকার' এর স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের মাদার একাউন্ট এ জমা হয়। উল্লেখিত তহবিল থেকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র অনুমতি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে উত্তোলন ও প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ব্যয় করা হয়। অনুমোদিত বাজেটের অবশিষ্ট অর্থ উত্তোলনের অনুমতি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো না দেয়ায় অবশিষ্ট ৩,৮৪৬,৮৭৫.১১ টাকা অদ্যাবধি ব্যাংকে জমা পড়ে আছে। ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করাও সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে 'অধিকার' এর দুই বছর মেয়াদি 'Education on the Convention against Torture and OPCAT Awareness Programme in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের ব্যাপারে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের মোট বাজেট ধরা হয় ১৯৬,৭১০.১২ ইউরো।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্পটির মোট বাজেটের সমপরিমান অর্থছাড় পূর্বক সংস্থার মাদার একাউন্টে জমা রাখার অনুমতিসহ বছরওয়ারী ব্যয়ের অনুমতি প্রদান করে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র বিলম্বের কারণে তিন দফায় প্রকল্পের মেয়াদ এবং বাজেট সংশোধন করা হয়। উল্লেখ্য, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র অনুমোদনপ্রাপ্ত অর্থ খরচের হিসাব দাতাসংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র অনুমোদিত অডিট কোম্পানি কর্তৃক অডিট করার পর উভয় প্রতিষ্ঠানে অডিট রিপোর্টও জমা দেয়া আছে।

৬৮.'অধিকার' দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করছে যে, ৯৭,৫০১.০৭ (যদিও দুদক ত্রুটিপূর্ণভাবে শুধুমাত্র ৯৭,০০০ ইউরো লিখেছে) ইউরোর বিষয়ে 'অধিকার' এর স্বচ্ছতার কোন অভাব নাই। 'অধিকার' এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের আনীত মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং হয়রানিমূলক। 'অধিকার' শুধু এই

[৬১] ইত্তেফাক, ২৩ জুন ২০১৪
[৬২] নয়াদিগন্ত, ১২ মার্চ ২০১৫

৯৭,৫০১.০৭ ইউরোর বিষয়েই নয়; তার সমস্ত প্রকল্প এবং কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

৬৯. দুর্নীতি দমন কমিশন সরকারের বর্তমান দমনমূলক কর্মকাণ্ডের সহায়ক হিসেবে *অধিকারকে* হয়রানি করছে। *অধিকার* বহু দিন ধরেই দুদকের অস্বচ্ছ কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে আসছে ও এর কর্মকর্তাদের বার্ষিক আয়-ব্যয় বিবরণী ওয়েব সাইটের মাধ্যমে জনসম্মুখে প্রকাশের কথা বলে আসছে। দুদক যে কোন সময়েই আইনসম্মত পথে *অধিকার* এর আর্থিক লেনদেন তদন্ত করতে পারে, তবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংশ্লিষ্ট এনজিও ব্যুরোর কাছে প্রকল্প সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য দেয়া থাকা সত্বেও তদন্তের নামে 'তলব' করা এবং 'ব্যবস্থা' নেয়ার হুমকি এবং অভিযোগকারীর তথ্য এবং অভিযোগের বিবরন গোপন রেখে *অধিকারকে* হয়রানি করা হচ্ছে, যা সরকারি আজ্ঞাবাহী পরাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুদক কাজ করছে বলেই প্রমানিত হচ্ছে।

পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-মে ২০১৬*							
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	৬	১০	১১	৭	৩	৩৭
	গুলিতে নিহত	২	০	০	৪	০	৬
	নির্যাতনে মৃত্যু	১	২	০	০	২	৫
	মোট	৯	১২	১১	১১	৫	৪৮
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি		২	০	২	৩	০	৭
গুম		৬	১	৯	১১	১২	৩৯
কারাগারে মৃত্যু		৮	৩	৪	৫	৯	২৯
ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	৩	১	১	২	৪	১১
	বাংলাদেশী আহত	৪	৪	০	২	৩	১৩
	বাংলাদেশী অপহৃত	০	৫	০	২	০	৭
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	৯	২	৫	৬	৬	২৮
	লাঞ্ছিত	৯	১	০	০	০	১০
স্থানীয় সরকার নির্বাচন: পৌরসভা নির্বাচন	নিহত	০	০	১	০	০	১
	আহত	০	০	৫৮	০	০	৫৮
স্থানীয় সরকার নির্বাচন: ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন	নিহত	০	২	৪১	২৭	৪৫	১১৫
	আহত	০	১৪০	২১২৭	১২০১	১৪৮৫	৪৯৫৩
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা		২২	১৯	১৪	১৬	১২	৮৩
ধর্ষণ		৫৯	৫৭	৬০	৭৫	৬৬	৩১৭
যৌন হয়রানীর শিকার		২৭	২৩	২০	২৫	১৬	১১১
এসিড সহিংসতা		৪	৪	৩	৪	৪	১৯
গণপিটুনীতে মৃত্যু		২	১১	৫	৬	৩	২৭
তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত (আগুনে পুড়ে)	০	০	০	০	৩	৩
	আহত	২৫	৩১	১২	৩৪	১৮	১২০
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার		১	৪	০	১	১	৭

* *অধিকার* এর তথ্য হতে সংকলিত

সুপারিশসমূহ

১. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকসহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সবগুলো মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। প্রবীণ সাংবাদিক শফিক রেহমান, দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এবং বিএফইউজের সভাপতি শওকত মাহমুদকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। ব্লগার, শিক্ষক, ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিক হত্যার সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে হবে। নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহতকারী ইন্টারনেটের ওপর নজরদারী বন্ধ করতে হবে। 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন ২০১৬' নামে নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন বন্ধ করতে হবে। প্রেস কাউন্সিল আইন (সংশোধন) এ পত্রিকা বন্ধের ধারা বাতিল করতে হবে।

২. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকার অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার এবং অকার্যকর প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে।

৩. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৪. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে। বাঁশখালী হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে হবে এবং হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষদের মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার ও হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।

৫. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৬. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ভাষা বা ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৯. দুর্নীতি দমন কমিশনের সমস্ত কর্মকর্তাদের আয়-ব্যায়ের হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। দুদককে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য এর জনবল নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।